৫

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান
Economic Institutions

মানুষকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে হয়। সমাজ গঠনের সাথে অর্থনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।যে কোন সমাজের অর্থনীতির একটি সাধারণ রূপ থাকে যা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে সামঞ্জস্যতা ও স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। সমাজবিজ্ঞানীরা অর্থনীতিকে প্রধানত: দেখে থাকেন তিনটি ভিত্তিতে: শ্রম বিভাজন, সম্পত্তি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। বিশেষায়ন ও দক্ষতা হল শ্রম বিভাজনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারী ও পুরুষের মধ্যে সর্বদা শ্রম বিভাজন থাকলেও শিল্পায়িত সমাজে এটি ধারণ করে নতুন ও সুনির্দিষ্ট রূপ। শ্রম বাজারে নারী-পুরুষের ব্যবধানে নারীদের দক্ষতা কম, পুরুষের কাজে নারীরা অক্ষম ও নারীদের গৃহস্থালী কর্ম পালনীয় বলে মনে করা হয়। শ্রম বিভাজন নিয়ে সমাজবিজ্ঞানে তাৎপর্যময় আলোচনার অবতারণা করেন ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরক্যাঁ। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রাক-শিল্পায়িত ও শিল্পায়িত সমাজে মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করেন।

সম্পত্তি কোন বস্তু নয় এবং এর মালিকানাকে বিভিন্নরূপে-ব্যক্তি-মালিকানা, রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও সাধারণ সম্পত্তিরূপে দেখা যায়। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আদিম সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিলনা বলে মনে করা হয়। তবে নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় আদিম সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার মূলত: বিকাশ ঘটেছে ধনতান্ত্রিক সমাজে। প্রাক-বৃটিশ ভারতীয় সমাজে ভূমির মালিকানা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক থাকলেও এ কথা প্রযোজ্য যে, জমির প্রাচুর্যের কারণে ব্যক্তিগত মালিকানার তেমন বিকাশ এখানে ঘটেনি।

সমাজের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার একটি সমন্বিত রূপই হল ঐ সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আধুনিক যুগে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র-এ দু'ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লক্ষণীয়।-এই তিনটি বিষয়েই এ ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

- পাঠ-১ : সমাজে শ্রম বিভাজন
- পাঠ-২ : সম্পত্তি
- পাঠ-৩ : অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

পাঠ-১

সমাজে শ্রমবিভাজন
The Division of Labour in Society

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *শ্রমবিভাজনের ধারণা*
- *অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের আলোকে শ্রমবিভাজন , কর্মসংস্থান ও লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন*

ভূমিকা

শ্রমবিভাজন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডো। এডাম স্মিথ মনে করতেন অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি মূল উপাদান হচ্ছে বিশেষজ্ঞতা এবং শ্রমবিভাজন । বিনিময় ও বাজার ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে শ্রমবিভাজন । বাজার যত বড় হবে ততই বেড়ে যাবে শ্রমবিভাজন এবংমানবিক দক্ষতা ও পারদর্শিতা। শ্রমবিভাজন শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তৈরি করেনা, তা পরস্পর-নির্ভরশীলতার জন্ম দেয়, তৈরি করে সামাজিক বাঁধনকে। অর্থনীতিতে শ্রমবিভাজন বলতে বোঝায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কাজের জায়গা যা ফ্যাক্টরীতে কাজকে খন্ড খন্ড করে বিশেষ ব্যক্তির উপর অর্পন করা। কোন ব্যক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ, সুনির্দিষ্ট ও খন্ডিত কাজ বা ভূমিকা পালন করে। এর ফলে বিশেষায়িত জ্ঞান, দক্ষতা এবং উৎপাদন বেড়ে যায়। একজন ডাক্তার যখন বিদেশে পড়াশুনা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসেন তা প্রায় ২৫ বছরের শিক্ষালাভের ফলজাত। সুতরাং তাঁর দক্ষতা অনেক বেশি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এই দক্ষতা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

সাম্প্রতিক সমাজবিজ্ঞানে শ্রমবিভাজনের পাশাপাশি কাজের সাথে যুক্ত ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, মর্যাদা এবং সুযোগ-সুবিধার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মর্যাদা এবং আয় অনেক বেশি। যে কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ব্যক্তির অবস্থান নির্ভর করে বিশেষিত জ্ঞান ও দক্ষতার উপর। একটি কারখানায় ব্যবস্থাপক, কেরানী এবং শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষমতা, মর্যাদা এবং বেতনের যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় তা দক্ষতাভিত্তিক।

সাম্প্রতিক কালে শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন Sexual Division of Labour। কোন কোন নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন নারী-পুরুষের শ্রমবিভাজন জৈবিক সূত্রে নির্ধারিত। পিটার মার্ডক Peter Murdock ২২৪ টি সমাজের উপাত্ত থেকে দেখিয়েছেন এসব সমাজে কিছু কাজ প্রধানত: নির্দিষ্ট থাকে পুরুষের জন্য এবং কিছু কাজ নারীর জন্য। শিকার, কাঠ কাটা, খনিতে কাজ যার জন্য দৈহিক শক্তির প্রয়োজন সেগুলো পুরুষের কাজ। রান্না, খাদ্য সংগ্রহ, পানি সংগ্রহ, কাপড় বোনা হচ্ছে নারীদের কাজ। সন্তান লালনের জন্য নারীকে ঘরে থাকতে হয়, তাই নারীর কাজ গৃহ-কেন্দ্রিক। সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পার্সনস্ও মনে করতেন নারীদের দিতে হয় প্রকাশমুখী

নেতৃত্ব যার পরিসর হচ্ছে ঘর এবংযার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের অন্তরঙ্গ এবং আবেগময় সামাজিকীকরণে মূল ভূমিকা পালন করা।

সমাজবিজ্ঞানী এ্যান ওকলী Ann Oakley দেখিয়েছেন পিটার মার্ডক, পার্সনস্ এবং অন্যান্য জৈবিক নির্ধারণবাদে বিশ্বাসী সমাজবিজ্ঞানীরা তথ্যগতভাবে ভ্রান্ত। আফ্রিকায় কংগোর অরণ্যে মুবুতি পিগমীদের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক কোন শ্রমবিভাজন নেই। নারী-পুরুষ একই সাথে শিকার করে। নারী ও পুরুষ একইভাবে সন্তানের দেখাশুনা করে।

অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়া অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে নারীরা সীল এবং মাছ শিকার করে থাকে।

আধুনিক যুগেও নারীদের পুরুষদের ক্ষেত্রে কর্মরত দেখা যায়। নারীরা চীনে, কিউবা এবং ইসরায়েলে সৈন্যবাহিনীতে যথেষ্ট পরিমানে চাকুরী করছে। ভারতে নির্মাণ শিল্পে বার শতাংশ নারী। এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার কিছু দেশে খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের এক-চতুর্থাংশ নারী।

নারী-পুরুষের শ্রমবিভাজনের খুব নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট একটি রূপ তৈরি হয়েছিল শিল্পবিপ- বের যুগে। ইউরোপে সামন্তযুগে উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল গৃহস্থালীভিত্তিক। গৃহস্থালীর সমস্ত মানুষ-নারী, পুরুষ, কিশোর এবং বৃদ্ধ সবাই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করত। প্রাক-শিল্পযুগে তাই নারী-পুরুষের আলাদা শ্রমের বিভাজন ছিলনা। শিল্প বিপ্লব কাজের ক্ষেত্রকে সরিয়ে নিয়ে এল গৃহস্থালী থেকে ফ্যাক্টরী, দোকান এবং অফিসে। আলাদা হয়ে পড়ল ঘর এবং কাজের জগৎ। এটি লিঙ্গ-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সূচনা করল এক গভীর পরিবর্তন। নারীদের স্থান হল ঘরে এবং পুরুষেরা দায়িত্ব নিল আয়-সংস্থানের।এই শ্রমবিভাজন বিরাজমান ছিল মধ্যশ্রেণীর নারীদের মধ্যে। নারীদের স্থান গৃহস্থালী কাজে এই ভাবাদর্শ নারীদের উঁচু দক্ষতা অর্জনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ছবি সম্পূর্ণ পাল্টে যেতে থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। নারীরা তখন থেকে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করতে শুরু করে। নারীদের শ্রমশক্তিতে যোগদানের হার এখন অত্যন্ত বেশি এবং অনেকে আশংকা করছেন নারীরা ক্রমশ: পুরুষের জায়গা দখল করে নেবে। তবুও নারীদের কর্মক্ষেত্র মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিষয়টিকে বলা হচ্ছে আনুভূমিক পৃথকীকরণ Horizontal Segregation । অন্যদিকে নারীরা কম দক্ষতার কাজে নিয়োজিত থাকছে। একে বলা হচ্ছে উলম্ব পৃথকীকরণ Vertical Segregation । ফলে লিঙ্গীয় শ্রমবিভাজন এখনও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।

এ্যাডাম স্মিথের সূত্র ধরে সমাজবিজ্ঞানে শ্রমবিভাজন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরক্যাঁ Emile Durkheim। শ্রমবিভাজনের ক্ষেত্রে তিনি প্রাক-শিল্পায়িত ও শিল্পায়িত সমাজের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করেন। প্রাক-শিল্পায়িত সমাজে তুলনামূলকভাবে শ্রমবিভাজন ছিল অবিশেষিত unspecialized। সেখানে সামাজিক সংহতি Social Solidarity গঠিত হতো ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সাদৃশ্যতার উপর। তারা একই বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং বৃহত্তর পরিসরে একই ভূমিকায় অংশীদার হতো। এই একতাবদ্ধতা বা একরূপীতা তাদেরকে গভীর সাম্প্রদায়িক জীবনের বন্ধনে বেঁধে রাখতো। দুরক্যাঁ এই ধরনের সংহতিকে যান্ত্রিক সংহতি Mechanical Solidarity বলে অভিহিত করেন এবং ব্যাখ্যা দেন।

দুরক্যাঁ আরেক ধরনের সংহতির কথা বলেন যা কেবল শিল্পায়িত বা আধুনিক সমাজে বিদ্যমান। এই সংহতিকে তিনি নামকরন করেন জৈবিক সংহতি Organic Solidarily। এই সংহতিতে কোন একরূপীতা নেই, বরং রয়েছে ভিন্নতা। এই ধরনের সংহতিতে মানুষের রয়েছে বিশেষ বিশেষ দক্ষতা, ভূমিকা এবং পেশা। সমাজের কর্মকান্ড বহুমুখী এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু

একটি মানুষের ভূমিকা এবং পেশা সীমাবদ্ধ। গতানুগতিক সমাজে একজন কৃষক হয়তো চাষ করছেন, মাছ ধরছেন, গরুর রক্ষণা-বেক্ষণ করছেন, বৃষ্টির সময়ে ঘর মেরামত করছেন। কিন্তু আধুনিক সমাজে একজন শিক্ষক হয়ত সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব পড়াচ্ছেন, তাঁর অন্য কোন ভূমিকা বা পেশা নেই। এর ফলে তাঁর দক্ষতা অনেক বেশি। কিন্তু অন্য মানুষের উপর তাঁর নির্ভরশীলতা প্রচন্ড। বেতন না পেলে তাঁকে ধার নিতে হচ্ছে ব্যাংক থেকে। বিদ্যুৎ বা পানির সমস্যা হলে মিস্ত্রী ডাকতে হচ্ছে, টেলিফোন সমস্যা হলে ডাকতে হচ্ছে টেলিফোন মিস্ত্রীকে। টেলিভিশন খারাপ হলে নিয়ে যেতে হচ্ছে সার্ভিস সেন্টারে। এভাবে আধুনিক সমাজে মানুষ পরস্পর নির্ভরশীল।

জীবের দৈহিক গঠনের মত যেমন বিভিন্ন অংশগুলো পৃথক এবং একসঙ্গে জীবের রক্ষণা-বেক্ষণ কাজ করে, তেমনি শিল্পায়িত সমাজে সামাজিক একক Social Unit-এর রক্ষনা-বেক্ষণে পেশাগত ভূমিকাগুলো বিশেষায়িতভাবে Specialized ও একত্রে কাজ করে। এর ফলে পারস্পরিক আন্তঃনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যের উৎপাদন ও তার ব্যবস্থায়নে শিল্পায়িত সমাজের মানুষ সুনির্দিষ্ট ভূমিকায় দক্ষ বা বিশেষজ্ঞ। বিশেষীকরণের জন্য প্রয়োজন সহযোগিতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের নকশায়ন, প্রস্তুতকরণ ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বেশ বড় ধরনের বিশেষজ্ঞদের Specialists প্রয়োজন পড়ে।

দুরক্যাঁ মনে করেন বিশেষিত শ্রমবিভাজন ও শিল্পায়িত সমাজের দ্রুত বৃদ্ধি সামাজিক সংহতির জন্য বিপদজনক।তা নৈরাজ্যমূলক পরিস্থিতি বা শ্রেয়োবোধহীনতার সৃষ্টি করে। ফলে বিশেষিত শ্রম বিভাজনের জন্য প্রয়োজন মূল্যবোধ ও নিয়ম-নীতি। তা ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং প্রদান করবে সহযোগিতার কাঠামো।

সারাংশ

বিশেষজ্ঞতা ও শ্রমবিভাজন কে অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল উপাদান বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ।বিনিময় ও বাজার ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে শ্রমবিভাজন। অর্থনীতিতে শ্রমবিভাজন বলতে বোঝায় উৎপাদন প্রক্রিয়া বা কাজের জায়গা যা ফ্যাক্টরীতে কাজকে খন্ড খন্ড করে বিশেষ ব্যক্তির উপর অর্পন করা। এখানে দক্ষতা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজবিজ্ঞানে শ্রমবিভাজনের পাশাপাশি কাজের সাথে যুক্ত ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, মর্যাদা এবংসুযোগ-সুবিধার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যে কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ব্যক্তির অবস্থান নির্ভর করে বিশেষিত জ্ঞান ও দক্ষতার উপর।

শ্রমবিভাজনের ক্ষেত্রে সম্প্রতিককালে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন। কোন কোন নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী নারী-পুরুষের শ্রমবিভাজনকে মনে করেন জৈবিক সূত্রে নির্ধারিত। পিটার মার্ডক তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন সমাজে কিছু কাজ প্রধানত: নির্দিষ্ট থাকে পুরুষের জন্যএবং কিছু কাজ নারীর জন্য। সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পার্সনস্ও মনে করতেন নারীদের দিতে হয়প্রকাশমূখী নেতৃত্বে যার পরিসর হচ্ছে ঘর। সমাজবিজ্ঞানী এ্যান ওকলী, মার্ডক, পার্সনস্ ও অন্যান্য জৈবিক নির্ধারণবাদে বিশ্বাসীদের তথ্যকে দেখিয়েছেন ভ্রান্ত হিসাবে। তিনি উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরেন আফ্রিকার কংগোর অরন্যের মুবুতি পিগমীদের কথা যাদের মধ্যে কোন লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন নেই।

নারী-পুরুষের শ্রমবিভাজনের খুব নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট একটি রূপ তৈরি হয়েছিল শিল্পবিপ্লবের যুগে। প্রাক-শিল্প যুগে নারী-পুরুষের আলাদা শ্রমবিভাজন ছিলনা। শিল্পবিপ্লব কাজের ক্ষেত্রকে সরিয়ে নিয়ে এল গৃহস্থালী থেকে ফ্যাক্টরী, দোকান এবং অফিসে। এটি লিঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সূচনা করল এক গভীর পরিবর্তন। নারীদের স্থান হল ঘরে এবং পুরুষরা দায়িত্ব নিল আয় সংস্থানের। 'নারীদের স্থান হল গৃহস্থালী কাজে' এই ভাবাদর্শ নারীদের

উচুঁ দক্ষতা অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে যেতে থাকে। নারীদের শ্রমশক্তিতে যোগদানের হার এখন অত্যন্ত বেশি। তবে নারীদের কর্মক্ষেত্র কয়েকটি ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে লিঙ্গীয় শ্রমবিভাজন এখনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হচ্ছে।

সমাজবিজ্ঞানে শ্রমবিভাজন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরক্যাঁ। শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে তিনি প্রাক-শিল্পায়িত ও শিল্পায়িত সমাজের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করেন। তিনি প্রাক-শিল্পায়িত সমাজে শ্রমবিভাজন অবিশেষিত ছিল বলে মনে করেন। সেখানে সামাজিক সংহতি গঠিত হতো ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সাদৃশ্যতার উপর। একতাবদ্ধতা বা একরূপীতা তাদেরকে গভীর যৌথ জীবনের বন্ধনে বেঁধে রাখতো। দুরক্যাঁ এই ধরনের সংহতিকে নাম দেন যান্ত্রিক সংহতি। পক্ষান্তরে, শিল্পায়িত বা আধুনিক সমাজে বিদ্যমান সংহতিকে তিনি বলেন জৈবিক সংহতি যেখানে কোন একরূপীতা নেই এবং রয়েছে ভিন্নতা। এই ধরনের সংহতিতে রয়েছে বিশেষ বিশেষ দক্ষতা, ভূমিকা এবং পেশা। গতানুগতিক সমাজের তুলনায় আধুনিক সমাজে মানুষের নির্ভরশীলতা বেশি।

দ্রব্যের উৎপাদন ও তার ব্যবস্থায়নে শিল্পায়িত সমাজের মানুষ সুনির্দিষ্ট ভূমিকায় দক্ষ বা বিশেষজ্ঞ। বিশেষিত শ্রমবিভাজনে ও শিল্পায়িত সমাজের দ্রুত বৃদ্ধি সামাজিক সংহতির জন্য বিপদজনক বলে দুরক্যাঁ মনে করেন। কাজেই বিশেষিত শ্রমবিভাজনের জন্য প্রয়োজন মূল্যবোধ ও নিয়মনীতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. অর্থনীতিতে শ্রমবিভাজন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন কে?
   ক. এ্যাডাম স্মিথ খ. রিকার্ডো
   গ. উভয়ই ঘ. এমিল দুরক্যাঁ

২. সমাজবিজ্ঞানের আলোকে শ্রমবিভাজন কে ব্যাখ্যা করেন কে ?
   ক. অগুস্ত্ কঁৎ খ. হাবার্ট স্পেনসর
   গ. কার্ল মার্কস্ ঘ. এমিল দুরক্যাঁ

৩. শিল্পায়িত বা আধুনিক সমাজে কোন ধরনের সংহতি বিদ্যমান?
   ক. যান্ত্রিক খ. জৈবিক
   গ. উভয়ই ঘ. কোনটিই নয়

৪. 'Uniformity' বা 'একরূপীতা' রয়েছে কোন সংহতিতে?
   ক. জৈবিক খ. জৈবিক ও যান্ত্রিক
   গ. যান্ত্রিক ঘ. অজৈবিক

৫. বিশেষিত শ্রমবিভাজন ও শিল্পায়িত সমাজের দ্রুত বৃদ্ধি সামাজিক সংহতিতে নিচের কোনটি সৃষ্টি করে?
   ক. নৈরাজ্যমূলক পরিস্থিতি খ. শ্রেয়োবোধহীনতা
   গ. ক ও খ উভয়ই ঘ. মঙ্গলজনক পরিস্থিতি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শ্রমবিভাজন কি ?

২. এমিল দুরকঁ্যা যান্ত্রিক ও জৈবিক সংহতি বলতে কি বুঝিয়েছেন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমবিভাজন বলতে কি বোঝায়? আলোচনা করুন।

২. অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের আলোকে শ্রমবিভাজনকে ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-২

সম্পত্তি
Property

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *সম্পত্তির ধারণা*
- *সম্পত্তির মালিকানা বা রূপ*
- *বিভিন্ন সমাজে সম্পত্তির ধারণা*

ভূমিকা

সম্পত্তি বলতে আসলে কোন বস্তুকে বোঝায় না। সমাজবিজ্ঞানে সম্পত্তি বলতে আমরা বুঝি সামাজিক সম্পর্ক এবং অধিকার। এই অধিকার এবং সম্পর্ক গড়ে ওঠে কোন অপ্রতুল বস্তু বা বিষয়ের ব্যবহারকে কেন্দ্র করে। যখন কোন বস্তু বা বিষয়ের উপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মালিকানা, দখল বা ব্যবহারের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তা সম্পত্তি। কোন বস্তুর উপর কেউ মালিকানা দাবী না করলে বা সেই দাবী গোষ্ঠী বা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত না হলে তা সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হয় না।

সম্পত্তির ধারণা

তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সম্পত্তির ধারণা ব্যাপক।

> 'The Land upon which the social group is located and from which it draws sustenance, the beasts that rove upon it wild, the animals that graze upon it tame, the trees and crops, the houses people erect, the clothes they wear, the songs they sing, the dances they dance charms they incant, these and many more are objects of property'.
>
> -Hoebel and Weaver

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির অর্থ হচ্ছে জমি, বন্য এবং পোষা প্রাণী, গাছ-পালা, শস্য, পরিধেয় বস্ত্র, গান, নাচ এবং এমনকি যাদুও সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। সম্পত্তির অধিকারের মধ্যে থাকে বিক্রি, হস্তান্তর, দান, ব্যবহার এবং সুবিধা পাওয়া।

সি.বি. ম্যাকফার্সন C.B. Macpherson -এর মতে, "সাধারণ সম্পত্তি সৃষ্টি হয় ব্যক্তিকে এই নিশ্চয়তা প্রদান ক'রে যে, সে কোন কিছুর ব্যবহার বা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি তৈরি হয় এই নিশ্চয়তা থেকে যে একজন ব্যক্তি অন্যদেরকে কোন কিছুর ব্যবহার বা সুবিধা থেকে দূরে রাখতে পারে।"

> "Property, now a days, is usally equated with private property-the right of an individual (or a corporate entity) to exclude others from some use or benefit of something."

সম্পত্তির সাধারণত: তিনটি রূপ দেখা যায়। অ্যারিষ্টটল Aristotle (৩৮৪-৩২২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) তাঁর লেখায় খুব স্পষ্টভাবে সম্পত্তির তিনটি রূপ তুলে ধরেছিলেন- সাধারণ, ব্যক্তিগত এবং মিশ্র সম্পত্তি। মিশ্র সম্পত্তির ধরনের উদাহরণ হচ্ছে জমির মালিকানা সাধারণ, কিন্তু ফসলের অধিকার ব্যক্তিগত বা সম্পত্তি ব্যক্তিগত, তবে ফসলের অধিকার সাধারণ।

- ব্যক্তিগত মালিকানা Private Property: গোষ্ঠীর কোন বস্তুগত বা অবস্তুগত বিষয়ের উপর কোন ব্যক্তির মালিকানা।
- রাষ্ট্রীয় মালিকানা State Property: যদিও রাষ্ট্রীয় মালিকানা গোষ্ঠীগত মালিকানার মধ্যে পড়ে, তবুও তাৎপর্যের দিকে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এটিকে ভিন্নভাবে দেখা যায়।
- সাধারণ সম্পতি Common Property: নদী, পার্ক, বনভূমি, রাস্তা যে সব বিষয়ের উপর সমাজের ব্যক্তিদের সমান অধিকার রয়েছে সেগুলোকে সাধারণ সম্পত্তি বলা হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বোঝাতে পুনরায় ম্যাকফার্সনের একটি উক্তি তুলে ধরা যায়।

"Common property is created by the guarantee to each individual that he will not be excluded from the use or benefit of something. Private property is created by the guarantee that an individual can exclude others from the use or benefit of something."

ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা শক্তিশালী হয়ে ওঠে সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে। এই সময় থেকে প্রাক-ধনতান্ত্রিক সাধারণ সম্পত্তির ধারণা প্রায় লুপ্ত হতে থাকে।

বিভিন্ন সমাজে সম্পত্তির ধারণা

আদিমসমাজ

মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মনে করা হয় আদিমসমাজ ছিল সাম্যবাদী এবং ঐ সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিলনা। সমাজ বিবর্তনের পরবর্তী স্তর দাসসমাজেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা তৈরী হয়। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে দেখা যায় আদিমসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা ছিল। তবে তাকে ধনতান্ত্রিক সমাজের মত সম্পূর্ণ বিকশিত বলা যাবে না। এর উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যায়, ইউরোক নামক রেড ইন্ডিয়ান উপজাতির কথা। এখানে নৌকা ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু কেউ নদী পার হতে চাইলে তাকে সেবা প্রদান করা নৌকা-মালিকের দায়িত্ব ছিল।

বৃটিশ কলাম্বিয়ার কোয়াকুট্‌ল উপজাতির মধ্যে উপকূল এলাকা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ভাগ করে ব্যবহার করা হত। এমনকি পুবলো Pueblo উপজাতির মধ্যে ঈগলের বাসা কেউ খুঁজে পেলে সেটি তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হত।

প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তির মিশ্র রূপই প্রধানত: লক্ষ্য করা যায়।

রোমান সমাজ : ব্যক্তিগত মালিকানার প্রথম স্পষ্ট রূপ আমরা লক্ষ্য করি রোমান সমাজে। রোমান নগরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক না হলে কেউ নাগরিক হতে পারত না। ব্যক্তিগত মালিকানার ভয়াবহতা আমরা লক্ষ্য করি দাস প্রথার ভিতর।

প্রাক-বৃটিশ ভারতীয় সমাজে সম্পত্তি

প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তির কোন স্পষ্ট রূপ খোঁজা অর্থহীন। কেননা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার বিকাশ ঘটছে ধনতান্ত্রিক সমাজে এবং বলতে গেলে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে।

প্রাক-বৃটিশ ভারতে সম্পত্তির রূপ খুঁজতে যেয়ে পর্যটক, প্রশাসক এবং গবেষকরা প্রধানত: আধুনিক দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন যা সঙ্গত নয়। পর্যটক বের্নিয়ার মনে করেছিলেন ভারতীয় সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি। বের্নিয়ারের পর্যবেক্ষণ অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিল তাঁর বিশ্বাসের দ্বারা। ফলে তিনি ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মার্কস্ এবং এঙ্গেলস প্রভাবিত হয়েছিলেন বের্নিয়ার এবং ইউরোপীয় পর্যটক এবং প্রশাসকদের বিবরণের দ্বারা। এদের প্রভাবে মার্কস্ এবং এঙ্গেলস মনে করেছিলেন ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি ছিল প্রাচ্যের নিশ্চলতাকে বোঝার চাবিকাঠি। মার্কস্ -এর লেখায় দেখা যায় তিনি প্রাক-বৃটিশ ভারতে জমির মালিক হিসাবে দেখাচ্ছেন রাষ্ট্র বা গ্রাম সম্প্রদায়কে। রাষ্ট্র বা রাজার মালিকানার উপর অনেকে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্যদিকে কোন কোন লেখক মনে করেন জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

> *..... প্রাচ্যের-তিনি তুরস্ক, পারস্য ও হিন্দুস্থানে উল্লেখ করেছেন- সমস্ত ঘটনায় জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতিকে বের্নিয়ে সঠিকভাবেই ভিত্তি বলে ধরেছেন। এই হল আসল চাবি, এমন কি প্রাচ্যের স্বর্গেরও।*
>
> *..... ২রা জুন, ১৮৫৩ সালে এঙ্গেলসকে লেখা মার্কস্ -এর চিঠি।*

প্রাক-বৃটিশ ভারতীয় সমাজে জমির মালিকানা নিয়ে দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক হয়েছে যা নিরর্থক। মূলত: এখানে সম্পত্তির যে ধরন ছিল তাকে এ্যারিস্টেটলের অনুসরণে মিশ্ররূপ বলা যায়। জমির প্রাচুর্যের কারণে ব্যক্তিগত মালিকানা তেমন বিকাশ লাভ করেনি। রাষ্ট্র বা গ্রামের প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল ফসলের উপর অধিকার।

ভারতীয় সমাজের উপর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ লুই দুমোঁ Louis Dumont বলেছেন "To look for `ownership' of the land is a false problem, since every thing shows a complementarity between different rights bearing on the same object, for example, those of the community and those of the king. Moreover it is remarkable that the majority of British administrators tackled this question in terms of the more or less philosophical general concepts of the West and not with the special concepts of English law, which would have been closer to the actual state of affairs in India."

মধ্যযুগের ইউরোপের সমাজ

মধ্যযুগে ইউরোপে আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সাধারণ সম্পত্তি দু'টিই দেখতে পাই। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা খুব শক্তিশালী ছিল না। এর কারণ হচ্ছে মধ্যযুগের ইউরোপে সম্পত্তির সামাজিক ধারণার উৎস ছিল খ্রীষ্ট ধর্ম। যাজকদের কাছে সম্পত্তির আদর্শ রূপ ছিল

সাধারণ মালিকানা এবং ব্যক্তিগত ব্যবহার। ঈশ্বর পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছিলেন সব মানুষের মঙ্গলের জন্য এবং যাতে মানুষ তাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। কিন্তু যেহেতু মানুষ লোভী এবং পাপী তাই তার পক্ষে এই অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এই কারণেই সৃস্টি হয়। সেন্ট অগাষ্টিনের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হচ্ছে পাপের ফল এবং রাস্ট্রের সৃষ্টি।

ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের আগেই সম্পত্তির ধারণায় ব্যাপক এবং মৌলিক পরিবর্তন এল। এই পরিবর্তন ধরা পড়ল পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরেজ আইনজ্ঞ জন ফর্টেক্স John Fortescue এর লেখায়।

কোন মানুষের শ্রমের উপর তার অধিকার একান্ত তারই এবং ফলে তার শ্রমজাত যে কোন জিনিস তার সম্পত্তি। বাইবেল থেকে তিনি তাঁর বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরলেন। একই বক্তব্য আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন ধ্রুপদী দার্শনিক-রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন লক John Locke ।

> *Though the earth and all infererior creatures be common to all men, yet every man has a property in his own person. This no body has any right to but himself. The labour of his body, and the work of his hands, we may say, are properly his. Whatever then he removes out of the state that the nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with, and joined to it something that is his own and thereby makes it his property.*

জন লক তাঁর জটিল বক্তব্যে যা বলছেন তার মমার্থ হচ্ছে যদিও বিশ্বের সব কিছু সাধারণ সম্পত্তি, তবুও প্রকৃতির সম্পদের সাথে মানুষ যখন তার নিজস্ব শ্রম যোগ করে তা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। তিনি আরো বললেন প্রকৃতির জগতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা নেই। মানুষের রাষ্ট্র গড়ে তোলার পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে সম্পত্তি রক্ষা। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে মানুষের অধিকার ঘোষণায় সম্পত্তিকে চিহ্নিত করা হল অলঙ্ঘনীয় এবং পবিত্র বলে।

> *Property, being an inviolable and sacred right, can in no case be taken away except whose public necessity, legally determinded, clearly demands it, and always on condition of a preceding indemnity.*

সাম্প্রতিক সমাজবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করছেন সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বিষয়টি এখন গৌণ হয়ে পড়ছে। সমাজবিজ্ঞানী ডারেনডর্ফ Ralph Dahrendorf দেখিয়েছেন ধনতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তির মালিকানার চাইতে নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জন গলব্রেইথ John Kenneth Galbrath যুক্তি দেখিয়েছেন বিশাল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোতে এত বেশি মূলধন প্রয়োজন হয় যে কোন ব্যক্তি বা ছোট গোষ্ঠীর পক্ষে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়ে ওঠে না। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় পেশাদার ব্যবস্থাপকদের হাতে। এ সত্ত্বেও সমাজবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, কোন দেশে বা অঞ্চলে এসব প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টররা কয়েক'শ থেকে কয়েক হাজার

লোক যাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক থাকে এবং তাঁরা একই সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর পদে আসীন থাকেন। অর্থনৈতিক শক্তির এই গিঁটগুলোর দিকে সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা নিয়োজিত করছেন।

সারাংশ

সম্পত্তি কোন বস্তু নয়। সমাজবিজ্ঞানে সম্পত্তি বলতে আমরা বুঝি সামাজিক সম্পর্ক ও অধিকার। যখন কোন বস্তু বা বিষয়ের উপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মালিকানা, দখল বা ব্যবহারের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তা হচ্ছে সম্পত্তি। তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সম্পত্তির ধারণা ব্যাপক। সম্পত্তির অধিকারের মধ্যে থাকে বিক্রি, হস্তান্তর, দান, ব্যবহার এবং সুবিধা পাওয়া। ব্যক্তিগত মালিকানা, রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও সাধারণ সম্পত্তি-এ তিনটি রূপে সম্পত্তিকে দেখা যায়। এ্যারিষ্টোটল সাধারণ, ব্যক্তিগত ও মিশ্র সম্পত্তি-এ তিনটি রূপের কথা বলেছেন। এখানে মিশ্র সম্পত্তির ধরনের উদাহরণ হচ্ছে জমির মালিকানা সাধারণ, কিন্তু ফসলের অধিকার ব্যক্তিগত বা সম্পত্তি ব্যক্তিগত, তবে ফসলের অধিকার সাধারণ। মার্কসীয় চিন্তায় আদিম সমাজ সাম্যবাদী হওয়ায় সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না বলে মনে করা হয়। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় আদিমসমাজে সম্পত্তির ধারণা পাওয়া যায় যা ধনতান্ত্রিক সমাজের মত সম্পূর্ণ বিকশিত নয়। প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তির মিশ্র রূপই প্রধানত: লক্ষণীয়। ব্যক্তিগত মালিকানার প্রথম স্পষ্ট রূপ আমরা লক্ষ্য করি রোমান সমাজে। রোমান নগরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক না হলে কেউ নাগরিক হতে পারত না।

প্রাক-বৃটিশ ভারতে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি ছিল বলে পর্যটক, প্রশাসক ও গবেষকরা আধুনিক দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছিলেন যা সঙ্গত নয়। মার্কস্ এখানে জমির মালিক হিসাবে দেখেছেন রাষ্ট্র বা গ্রাম সম্প্রদায়কে। আবার কেউ কেউ মনে করেন জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

প্রাক-ভারতীয় সমাজে জমির মালিকানা নিয়ে দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক থাকলেও মূলত: এখানে সম্পত্তির যে ধারণা ছিল তাকে এ্যারিস্টটলের অনুসরণে মিশ্র রূপ বলা যায়। রাষ্ট্র বা গ্রামের মুখ্য বিষয় ছিল ফসলের উপর অধিকার।

মধ্যযুগে ইউরোপে ব্যক্তিগত ও সাধারণ সম্পত্তি উভয়েই লক্ষ্যণীয়। তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা খুব শক্তিশালী ছিলনা। মধ্যযুগের ইউরোপে সম্পত্তির সামাজিক ধারণার উৎস ছিল খ্রীষ্ট ধর্ম। যাজকদের কাছে সম্পত্তির আদর্শ রূপ ছিল সাধারণ মালিকানা ও ব্যক্তিগত ব্যবহার। সম্পত্তির ধারণায় জন লকের বক্তব্য অনুযায়ী বিশ্বের সব কিছু সাধারণ সম্পত্তি, তথাপিও প্রকৃতির সম্পদের সাথে মানুষ যখন তার নিজস্ব শ্রম যোগ করে তখন তা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। তাঁর মতে প্রকৃতির জগতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা নেই। মানুষের রাষ্ট্র গড়ে তোলার পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে সম্পত্তি রক্ষা। ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণায় তাই সম্পত্তিকে পবিত্র বলে অভিহিত করা হয়।

সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বিষয়টি এখন গৌণ হয়ে পড়ছে বলে সাম্প্রতিক সমাজবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করছেন। ধনতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তির মালিকানার চাইতে নিয়ন্ত্রণ

অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন সমাজবিজ্ঞানী ডাহ্‌রেনডর্ফ। গলব্রেইথ যুক্তি দেখিয়েছেন বিশাল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোতে এত বেশি মূলধন প্রয়োজন হয় যে, কোন ব্যক্তি বা ছোট গোষ্ঠীর পক্ষে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়ে ওঠে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. সম্পত্তির সাধারণ রূপ কয়টি?

ক. ২টি　　খ. ৩টি

গ. ৪টি　　ঘ. ৫টি

২. নদী, পার্ক, বনভূমি-এগুলো কোন ধরনের সম্পত্তি?

ক. ব্যক্তিগত　　খ. রাষ্ট্রীয়

গ. সাধারণ　　ঘ. মিশ্র

৩. নৌকা ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিন্তু কেউ নদী পার হতে চাইলে তাকে সেবা প্রদান করা নৌকা মালিকের দায়িত্ব ছিল- এটি নিচের কোন উপজাতির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে ?

ক. ইউরোক নামক রেড ইন্ডিয়ান　খ. পুবলো উপজাতি

গ. মানা উপজাতি　　ঘ. ক ও খ উভয়ই

৪. প্রাক-বৃটিশ ভারতে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি মনে করেন কোন পর্যটক?

ক. ইবনে বতুতা　　খ. হি ইউয়েন সাং

গ. বের্নিয়ার　　ঘ. কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সমাজবিজ্ঞানে সম্পত্তি বলতে কি বোঝায় ?

২. আদিম সমাজে সম্পত্তির ধরণ কি ছিল ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সম্পত্তি কি? সম্পত্তির বিভিন্ন ধরনগুলো আলোচনা করুন।

২. বিভিন্ন সমাজে সম্পত্তির ধারণা আলোচনা করুন।

পাঠ-৩

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
Types of Economy

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণা*
- *অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধরন: ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ধারণা এবং এদের উৎপত্তি ও রূপ*

ভূমিকা

কার্ল মার্কস্ অর্থনীতির ভিত্তিতে সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। মার্কস্ -এর সাথে ঐকমত্য পোষন না করেও বলা যায় যে, কোন সমাজের অর্থনীতির একটি সাধারণ রূপ থাকে যা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে সামঞ্জস্যতা এবং স্থিতিশীলতা তৈরী করে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে আমরা বুঝি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়ার একটি সমন্বিত রূপকে।
আধুনিক যুগে দু'ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে ধনতন্ত্র, দ্বিতীয়টি সমাজতন্ত্র।

ধনতন্ত্র

ধনতন্ত্র বলতে বোঝায় এমন একটি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তি মালিকানা, বাজার, মুক্ত শ্রম ও মুদ্রা-অর্থনীতি বিরাজ করে এবং যেখানে উৎপাদন করা হয় বাজারে বিক্রি করে লাভ করার জন্য।

ব্যক্তিমালিকানা

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিভিন্ন সমাজে লক্ষ্য করা গেলেও ধনতান্ত্রিক সমাজে এটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় [দেখুন ব্যক্তিগত সম্পত্তি] এবং আইনগত ভিত্তি লাভ করে এবং বাজারের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের স্পৃহাকে বাড়িয়ে তোলে।

মুক্ত শ্রম

মুক্ত শ্রম বলতে বোঝায় শ্রমিকরা তাদের শ্রমশক্তি মুক্তভাবে বাজারে বিক্রি করতে পারে এবং বাজারের নিয়ম অনুযায়ী মজুরী পেতে পারে। এর বিপরীতে সামন্তসমাজে শ্রমিকরা ছিল বদ্ধ। তারা সামন্তপ্রভুর জমিতে বিনা মজুরীতে শ্রম দিতে বাধ্য ছিল এবং তাদের পক্ষে সামন্তপ্রভুর ম্যানর ছেড়ে যাওয়ার বিধান ছিলনা।

বাজার

আমাদের জানা অধিকাংশ সমাজে কোন না কোনভাবে বাজার বিরাজ করে। কিন্তু ধনতন্ত্রে প্রথম গোষ্ঠী, ধর্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে বাজার একটি স্বতন্ত্র এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকাশ লাভ করে।

মুদ্রা-অর্থনীতি

প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজে মুদ্রা-অর্থনীতি দুর্বল থাকে। উৎপাদন প্রধানত: করা হয় গৃহস্থালীর ভোগের জন্য। দ্রব্য বিনিময় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। কিন্তু ধনতন্ত্রে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড মুদ্রা-ভিত্তিক।

ধনতন্ত্রের উৎপত্তি

সমাজবিজ্ঞানী ইম্যানুয়েল ওয়ালারস্টাইনের মতে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল ১৪৫০ থেকে ১৬৪০ পর্যন্ত ইটালীর সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে যা পরবর্তীকালে ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ধনতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ

ধনতন্ত্র অত্যন্ত গতিশীল অর্থনীতি এবং এই অর্থনীতির ৫০০ বছরের ইতিহাসে এর বিভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। এই শ্রেণীকরণ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তা সত্ত্বেও ধনতন্ত্রের বৈচিত্র্যকে অনুধাবন করার জন্য এর রূপগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

বানিজ্যিক ধনতন্ত্র Mercantile Capitalism

বানিজ্যের মাধ্যমে যে ব্যবস্থায় মুনাফা করা হয় তাকে বাণিজ্যিক ধনতন্ত্র বলা হয়।

কৃষি ধনতন্ত্র Agrarian Capitalism

যখন বাজারে বিক্রি এবং মুনাফা অর্জনের জন্য ফসল উৎপাদন করা হয় তখন তাকে কৃষি ধনতন্ত্র বলে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে কৃষিতে এই ধরনের ধনতন্ত্রের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

শিল্প-ধনতন্ত্র Industrial Capitalism

১৭৬০ এবং ১৮৩০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে যে শিল্পবিপ্লব সূচিত হয়েছিল যার প্রতীক জেমস ওয়াটের বাষ্প শক্তির আবিষ্কার তাকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ড এবং পরবর্তীকালে ইউরোপের অন্যান্য দেশে গড়ে ওঠে শিল্পধনতন্ত্র। শিল্পধনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যন্ত্র ও ফ্যাক্টরীকেন্দ্রিক উৎপাদন।

আর্থিক ধনতন্ত্র Financial Capitalism

ব্যাংক, বীমা, শেয়ার বাজার এবং বড় বড় কোম্পানী গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে যে ধরনের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকে আর্থিক ধনতন্ত্র বলে।

রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র State Capitalism

কোন কোন দেশে শিল্পকাঠামো গড়ে তুলতে রাষ্ট্রের সরাসরি সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্র ধনতন্ত্রের বিকাশে সরাসরি ভূমিকা গ্রহণ করে।একেই বলে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র।

সমাজতন্ত্র

বুর্জোয়া বা ধনতান্ত্রিক সমাজে গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বের চরম পর্যায়ে সর্বহারা শ্রেণী ক্ষমতা দখল করার পর যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বলা হয়। মার্কস্ বা এঙ্গেলস সমাজতন্ত্রের কোন স্পষ্ট রূপরেখা প্রদান করেননি।এঙ্গেলস তাঁর বিবরণে দেখিয়েছেন সর্বহারা শ্রেণী ক্ষমতা দখল করার পর বুঁর্জোয়াদের হাত থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মুক্ত করে তাকে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করে। উৎপাদনশক্তি সামাজিক হওয়ায় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিশৃংখলা দূর করা যায়। পরিকল্পনার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। ফলে সামাজিক শ্রেণীর অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে প্রকৃতিকে, অর্থনীতিকে। মানুষ পেয়ে যায় সত্যিকার স্বাধীনতা।

বাস্তব সমাজতন্ত্রে এই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। সোভিয়েত রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের পর অধিকাংশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসা হয়। কৃষি জমিকে নিয়ে আসা হয় যৌথ বা রাষ্ট্রীয় খামারে। এই খামারগুলোতে কম-বেশি ৩ শতাংশ জমি ছিল ব্যক্তিমালিকানায়। সমস্ত কলকারখানা ন্যস্ত করা হয় রাষ্ট্রীয় মালিকানায়।রাষ্ট্রের উপর প্রধান কর্তৃত্ব ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টির।গণমাধ্যমের কোন স্বাধীনতা ছিল না। বিরুদ্ধমত পোষণের সুযোগ ছিল না। কেজিবি নামক গোপন পুলিশ সোভিয়েত রাশিয়ায় বিরুদ্ধমতকে স্তব্ধ করতে তৎপর ছিল। সমস্ত ক্ষমতা পার্টি এবং রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল বলে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক রাষ্ট্র বলেও অভিহিত করা হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে মিখাইল গর্বাচেভ যে সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেন তার ফলশ্রুতিতে আশির দশকের শেষে এবং নব্বই দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। এখনও চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং কিউবাতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি রয়েছে।তবে চীন এবং ভিয়েতনামে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি দ্রুত অনুপ্রবেশ করছে।

সারাংশ

যে কোন সমাজের অর্থনীতির একটি সাধারণ রূপ থাকে। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার একটি সমন্বিত রূপই হল ঐ সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আধুনিক যুগে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র নামে দু'ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লক্ষ্যনীয়। ধনতন্ত্র বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে ব্যক্তিমালিকানা, বাজার, মুক্তশ্রম ও মুদ্রা-অর্থনীতি বিরাজ করে এবং যেখানে উৎপাদন করা হয় বাজারে বিক্রি করে লাভ করার জন্য। ধনতন্ত্র অত্যন্ত গতিশীল ও গত ৫০০ বছরের ইতিহাসে এর বিভিন্ন রূপ লক্ষ্যণীয়। যেমন, বানিজ্যিক ধনতন্ত্র, কৃষি ধনতন্ত্র, শিল্প -ধনতন্ত্র, আর্থিক ধনতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র। এই ধনতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণী দ্বন্দ্বের চরম পর্যায়ে সর্বহারা শ্রেণী ক্ষমতা দখল করার পর যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বলে। মার্কস্ বা এঙ্গেলস সমাজতন্ত্রের কোন স্পষ্ট রূপরেখা প্রদান করেন নি, তবে এঙ্গেলস তাঁর বিবরণে দেখিয়েছেন যে, সর্বহারা শ্রেণী ক্ষমতা দখল করার পর ব্যক্তিগত সম্পত্তি লুপ্ত হয়। সামাজিক শ্রেণী এবং রাষ্ট্র হারিয়ে ফেলে তার অস্তিত্ব। মানুষ পেয়ে যায় সত্যিকার স্বাধীনতা এবং নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতিকে। তবে বাস্তব সমাজতন্ত্রে এই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি, অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে নিয়ে আসা হয় রাষ্ট্রীয় মালিকানায়। কৃষি জমিকে নিয়ে আসা হয় যৌথ বা রাষ্ট্রীয় খামারে। সমস্ত কলকারখানা ন্যস্ত হয় রাষ্ট্রীয় মালিকানায়। রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব ছিল কম্যুনিস্ট পার্টির। সমস্ত ক্ষমতা পার্টি এবং রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক রাষ্ট্র বলেও অভিহিত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮৫ সালে সংস্কার কার্যসূচীর ফলশ্রুতিতে আশির দশকের শেষে ও নব্বই দশকের শুরুতে ভেঙ্গে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো। বর্তমানে চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও কিউবাতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি রয়েছে। তবে চীন ও ভিয়েতনামে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি বেশ দ্রুত প্রবেশ করছে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ব্যক্তি মালিকানা কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

ক. সমাজতান্ত্রিক খ. ধনতান্ত্রিক

গ. উভয়ই ঘ. কোনটিই নয়

২. সমাজবিজ্ঞানী ইম্যানুয়েল ওয়ালারস্টইনের মতে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল কত বছর আগে?

ক. ২০০ বছর খ. ৩০০ বছর

গ. ৪০০ বছর ঘ. ৫০০ বছর

৩. শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল কোথায়?

ক. ফ্রান্সে খ. ইটালীতে

গ. ইংল্যান্ডে ঘ. জার্মানীতে

৪. সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?

ক. উৎপাদন শক্তি সামাজিক হওয়ায় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিশৃঙ্খলা দূর করা যায়

খ. পরিকল্পনার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়

গ. সামাজিক শ্রেণীর অস্তিত্ব লুপ্ত হয় এবং মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতিকে

ঘ. উপরের সবগুলো

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ধনতন্ত্রের বিভিন্ন রূপগুলো কি কি ?

২. ধনতন্ত্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়? ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

২. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কি? ভগ্ন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেক্ষাপটে তা আলোচনা করুন।